119

দৈনিক বাংলা

তারিখ 08 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

রেজিস্ট্রেশন কেলেঙ্কারি

যশোর বোর্ডের সাসপেন্ড কর্মচারীরা পুনর্বহাল

যশোর ব্যুরো ঃ অবশেষে যশোর শিক্ষাবোর্ড কমিটি রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারির অভিযোগে সাসপেন্ড হওয়া কর্মচারীদের চাকরিতে পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত নিলেন। শিক্ষাবোর্ড চেয়ারম্যান অধ্যাপক হাসান ওয়াইজ চাকরি থেকে অবসর নেয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে শনিবার ওই আদেশে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু কেলেঙ্কারির অন্যতম সহযোগী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

যশোর বোর্ডের সাসপেন্ড কর্মচারীরা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বহাল থাকল যথারীতি। নজিরবিহীন ওই সিদ্ধান্তের পর স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে সাড়ে ১৫ হাজার ভুয়া রেজিস্ট্রেশনধারী পরীক্ষার্থীর পরীক্ষাই বা কেন বাতিল করা হল?

১৯৯৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার আগে শিক্ষাবোর্ডের কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যোগসাজসে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন দেন। এছাড়াও ১৯৯৪ সালের মার্চ থেকে ১৯৯৫ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত স্বীকৃতি পাওয়া ১শ' ২৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অগণিত ছাত্র-ছাত্রী ভুয়া রেজিস্ট্রেশন পায়। এঁদের প্রত্যেকের কাছ থেকে পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকা উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগও আছে। যাতে কয়েক কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে বিভিন্ন মহলের অভিমত। রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারির খবর দৈনিক বাংলায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের প্রিন্ট আউট (বিবরণী) কম্পিউটার প্রসেসকালে একের পর এক ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের ঘটনা ধরা পড়ে। দেখা যায়, শিক্ষাবোর্ডের একটি চক্র এর সঙ্গে যুক্ত এবং তারা স্বল্প বেতনের কর্মচারী হলেও বছর ঘুরতে না ঘুরতেই লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি আর করেছেন।

রেজিস্ট্রেশন কেলেঙ্কারির খবর ফাঁস হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে যশোর শিক্ষাবোর্ড একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। ওই কমিটি বিস্তারিত তদন্তের পর ২৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে, যাঁরা রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারিতে যুক্ত ছিলেন। এছাড়াও ৩শ' ৮৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয় শিক্ষা বোর্ড। যাদের কেউ কেউ চাকরিচ্যুত হন। পদাবনতি ঘটে কারও কারও। গত ২৫ অক্টোবর কোটচাঁদপুর শহরের একটি রেস্টহাউজে অত্যন্ত গোপনীয়তার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষাবোর্ড কমিটির বৈঠকে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা শেষে তা গৃহীত হয়। ২৩ জনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা চূড়ান্ত করে বোর্ড কমিটি। এদের মধ্যে ৫ জনকে সাময়িক বরখাস্ত, ২ জনকে বাধ্যতামূলক অবসর এবং অন্যান্যের বেতন বন্ধ, ইনক্রিমেন্ট বন্ধ এবং পদাবনতিসহ অন্যান্য শাস্তি দেয়া হয়। ২৫ অক্টোবরের বৈঠকেই বোর্ড কমিটি পৃথক এক সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন শহীদুল ইসলাম মাষ্টারকে প্রধান করে। তাঁর দায়িত্ব ছিল ওই ২৩ জনের আপীল বিবেচনা করে রিপোর্ট দেয়া। শনিবারই শহীদুল ইসলাম মাষ্টার শিক্ষাবোর্ড কমিটির বৈঠকে তার মৌখিক রিপোর্ট পেশ করেন। তার ভিত্তিতে বরখাস্তকৃত ৫ জনের ৩ জনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা সাপেক্ষে চাকরিতে বহাল করা হয়েছে। ২ জনকে বহাল করা হয়েছে ৫টি করে ইনক্রিমেন্ট বাতিল সাপেক্ষে। জরিমানার টাকা ৫ বছর মেয়াদে ৬০ কিস্তিতে প্রদান করতে হবে। শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক হাসান ওয়াইজ বোর্ড কমিটির ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি শনিবার তাঁর অবসরে যাবার আগে ওই আদেশে স্বাক্ষর করেন এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। বোর্ড কমিটির সভায় ৫ জন সাময়িক বরখাস্তকৃতদের চাকরিতে পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত হওয়ায় বাকী যাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, তাদের শাস্তি এখন পুনর্বিবেচনা করা যাবে। এক প্রশ্নের জবাবে বোর্ডের একজন কর্মকর্তা বলেন, শিক্ষকদের শাস্তি প্রত্যাহারের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে না। কারণ তাদের শাস্তির আদেশ এসেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে। এদিকে কেলেঙ্কারিতে যুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহারের সংবাদ শুনে কয়েকজন শিক্ষক মন্তব্য করেন, তাহলে ভুয়া পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হল কেন? উল্লেখ্য, রেজিস্ট্রেশন কেলেঙ্কারি নিয়ে দুর্নীতি দমন সংস্থা পৃথক তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।